

# ই - সংবাদ

॥ প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১৯/০৪/২০১৭ ॥

১

## রেগায় সিপাহীজলা জেলায় বৃক্ষ রোপণ

**বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল ॥** এম জি এন রেগার মাধ্যমে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার দুপাশে বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বন দপ্তরের উদ্যোগে রাস্তার দুপাশে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে ১২৯ কিমিঃ। নদীর পার ভাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য নদীর দুপাশে বাঁশের চারা লাগানো হয়েছে ৩০ কিমিঃ এপ্রো ফরেস্ট্রি-র মাধ্যমে বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে ৫০ হেক্টর এলাকাতে। এদিকে সেরিকালচার দপ্তর থেকে ১৩.৯২ হেক্টর এলাকায় নতুন রেশম বাগান করা হয়েছে। পাশাপাশি ১১১.০৮ হেক্টর এলাকার পুরনো তুঁত বাগান সংস্কার করা হয়েছে। ত্রিপুরা ব্যাসো মিশনের উদ্যোগে ৯১.৪৪ হেক্টর এলাকাতে বাঁশের বাগান করা হয়েছে। এতে ১৯০ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন। রাবার বাগান করে দেওয়া হয়েছে ২৭৬.২০ হেক্টর এলাকায়। এতে ৬০৮টি উপজাতি পরিবার উপকৃত হন। পুরনো রাবার বাগান সংস্কার করা হয়েছে ৪১ হেক্টর এলাকায়। ভূমি সংরক্ষণ ও উদ্যান দপ্তরের উদ্যোগে এখন পর্যন্ত ১৪৭.২৪ হেক্টর এলাকাতে বিভিন্ন ধরনের ফলের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া কমলা ৫ হেক্টর, সুপারী ৮ হেক্টর, লেবু ২৬.৭৬ হেক্টর সহ অন্যান্য ফলের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে।

## গত অর্থ বছরে পশ্চিম জেলায় ৩২৭৬ টি স্বাস্থ্য শিবির

**আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ॥** ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পশ্চিম জেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে ৩২৭৬ টি স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছে এবং এগুলিতে ৬১,৬৬১ জনের চিকিৎসা করা হয়েছে। এ সময়ে জেলায় ১০৮টি চক্ষু শিবির করে ৫৫৪১ জনের মাইক্রো সার্জারী করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে চশমা দেয়া হয়েছে। গতকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও পরিবেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি এই তথ্য জানান। তিনি জানান, এ বছর প্রথম ধাপে জানুয়ারী মাসে পশ্চিম জেলায় ৬৮৬০৯ জন শিশুকে এবং দ্বিতীয় ধাপে ২ এপ্রিল ৬৫৯৭১ জন শিশুকে পোলিওর প্রতিষেধক খাওয়ানো হয়েছে।

বৈঠকে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জিরানীয়া ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯ এবং ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া রানীরবাজার নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৪ এপ্রিল, বেলবাড়ী ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৬ এপ্রিল, ডুকলি ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯ এবং ২০ এপ্রিল, মোহনপুর ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৫ ও ২৬ এপ্রিল এবং মোহনপুর পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০ এবং ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতি দিলীপ দাস, সহ সভাপতি মনমোহিনী দেবনাথ এবং অন্যান্য সদস্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

## রেগায় গৌরনগর ব্লকে নানা কাজ

**কৈলাসহর, ১৯ এপ্রিল ॥** এম জি এন রেগাতে গৌরনগর ব্লকের টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আব্দুল করিম, আব্দুল মুকিত ও আব্দুল হাসানের জমি সমতল করে দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩০০ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া মকদুছ আলী সহ আরো ১৭ জনের জমি সমতল করে দেওয়া হয়। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ১০৮ টাকা।

## চলতি বছর সিপাহীজলায় ১৩ হাজার পারিবারিক শৌচালয় নির্মাণ

**বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল ॥** সিপাহীজলা জেলাতে চলতি বর্ষে এখন পর্যন্ত ১৩,৬২৫টি পরিবারকে পারিবারিক শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে আরও ১২,২৬১টি পরিবারকে যুক্ত করার কাজ চলছে। প্রতিটি শৌচালয় নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ১২ হাজার টাকা করে। এইগুলি নির্মাণে এখন পর্যন্ত ৩১ কোটি ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। জেলা ডি ডিরিউ এস এর সদস্য সচিব প্রদীপ কুমার ভৌমিক এই তথ্য জানান।

## মেলাঘর ভলিবল মাঠে পাকা গ্যালারী ও ড্রেসিং রুম তৈরীর কাজ শুরু হচ্ছে

**সোনামুড়া, ১৯ এপ্রিল ॥** মেলাঘর পুর পরিষদের এক নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি রাস্তায় ইট সলিং-এর কাজ সম্প্রতি হাতে নেয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের রাস্তা থেকে ভীরাঙ্গা কালীবাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইতোমধ্যে ইট সলিং করা হয়েছে। তাতে ব্যয় হয়েছে ৬২ হাজার ১৯৬ টাকা। আরও দুইটি রাস্তায় শীঘ্রই ব্রিক সলিং করা হবে। তারজন্য বরাদ্দ রয়েছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩৯৪ টাকা। রাস্তামুড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সামনের প্রাঙ্গণে ইট সলিং করার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৯৮ হাজার হাজার ৪০৫ টাকা। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত অর্থে এই প্রকল্পগুলি শীঘ্রই রূপায়ণ করা হবে।

একই প্রকল্পে মেলাঘর পুর পরিষদের এক নম্বর ওয়ার্ডে ভীরাঙ্গা কালীবাড়ীর পাশের ভলিবল মাঠের পাকা গ্যালারী ও ড্রেসিং রুম তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেলাঘর পুর পরিষদ থেকে তারজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩২৪ টাকা। খুব শীঘ্রই এই কাজ শুরু হবে বলে পুর পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে।

## দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক আন্তঃবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১০ মে

বিলোনীয়া, ১৮ এপ্রিল ॥ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক গতকাল জেলা শাসকের কার্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জিলা সভাপতি হিমাংশু রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক তমাল মজুমদার সহ উপদেষ্টা কমিটির সদস্য/সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গৃহিত নানা কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের উপর বিস্তৃত আলোচনা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তনুযায়ী আগামী ৩০ জুনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব সম্পন্ন করা হবে। ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্লক, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক আন্তঃবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আগামী ১০ মে বিলোনীয়ায় অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এরই মধ্যে ব্লক ভিত্তিক আন্তঃবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হবে।

## শান্তিরবাজারে ১ম রাজ্য ভিত্তিক সাংগ্ৰহ উৎসব অনুষ্ঠিত

শান্তিরবাজার, ১৮ এপ্রিল ॥ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং মগ সোসিও কালচার্যাল অর্গানাইজেশনের পরিচালনায় ১৬ এপ্রিল শান্তিরবাজার মহকুমা এলাকার লালটিলা মগ পাড়ায় ১ম রাজ্য ভিত্তিক সাংগ্ৰহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের যুব কল্যাণ, ক্রীড়া ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং প্রদীপ প্রজ্বলন করে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন মগ সোসিও কালচার্যাল অর্গানাইজেশনের সভাপতি সুচাউলা মগ। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রী মুড়াসিং এই ধরনের উৎসবের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, জাতি ও গোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করে তাদের মধ্যে একতা এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই উৎসব সহায়ক ভূমিকা নেবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য সাখাই মগ রাজ্য ভিত্তিক সাংগ্ৰহ উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা উষাজেন মগ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম-অধিকর্তা টি কে চৌধুরী, মগ সোসিও কালচার্যাল অর্গানাইজেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দুঅং মগ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন উৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সাথোয়াইউ মগ। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ঐদিন অনুষ্ঠান স্থলে মগ জনজাতির চিরাচরিত বিভিন্ন খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন সংস্থার শিল্পীরা।

## বিশালগড় বাজারে ২৪ এপ্রিল থেকে বৈশাখী মেলা

বিশালগড়, ১৮ এপ্রিল ॥ বিশালগড় বাজার প্রাঙ্গণে আগামী ২৪ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে বৈশাখী মেলা। ৭ দিন ব্যাপী মেলা চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। এই মেলাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গতকাল বিশালগড় এগ্রিপ্রডিউস মার্কেট কার্যালয়ে এগ্রিপ্রডিউস মার্কেট

ম্যানেজিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় এগ্রিপ্রডিউস মার্কেট ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান বেনী মাধব দে। উপস্থিত ছিলেন কমিটির অন্যান্য সদস্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা। মেলায় দোকান খুলতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের আগামী ২২-২৩ এপ্রিলের মধ্যে ভিটি বিলি করা হবে। ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের বিশালগড় এগ্রিপ্রডিউস মার্কেট কার্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে মার্কেট ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে। এই মেলা উপলক্ষে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

## পুরাতন আগরতলা ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু

জিরানীয়া, ১৮ এপ্রিল ॥ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদ, স্কুল স্পোর্টস বোর্ড ও পঞ্চায়েত দপ্তরের পরিচালনায় চতুর্দশ দেবতা বাড়ী সংলগ্ন মাঠে থেকে শুরু হয়েছে দুশদিন ব্যাপী পুরাতন আগরতলা ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আজ এই ক্রীড়া আসরের উদ্বোধন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র করা উদ্বোধকের ভাষণে তিনি গ্রামীণ ক্রীড়ার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, গ্রামীণ ক্রীড়া আসরের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বেরিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। প্রতিভা অন্বেষণের ক্ষেত্রে এবং সকল স্তরের মানুষকে খেলাধুলায় যুক্ত করানোর লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার এই জাতীয় কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সবিতা দাস। স্বাগত ভাষণ দেন ব্লকের বি ডি ও বিংকি সাহা। উপস্থিত ছিলেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নিহার রঞ্জন শূর, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি দুর্গাচরণ দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য রুমা আচার্য, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যগণ।

ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পঞ্চায়েত ও ভিলেজ স্তর থেকে নির্বাচিত খেলোয়াড়গণ কাবাডি, খো-খো, ভলিবল, মিউজিক্যাল বল, দড়ি টানাটানি, ফুটবল ও অ্যাথলেটিকস খেলায় অংশ নিচ্ছে। উল্লেখ্য, ব্লক ভিত্তিক এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আগামীকাল ফুটবল ও অ্যাথলেটিকসের আসর আয়োজিত হবে পশ্চিম নোয়াবাদী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে।

## আগরতলা এন আই টির ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য কামনা করেছেন রাজ্যপাল

জিরানীয়া, ১৮ এপ্রিল ॥ আজ আগরতলা এন আই টির বিশেষরাইয়া অডিটরিয়ামে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কনস্ট্রাকশনের বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল তথাগত রায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় রাজ্যপাল তথাগত রায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে প্রথমে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরীর নক্সা চিত্র মনের মধ্যে আঁকতে হবে। সেটা হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ভিভান তা নিজের মধ্যে তৈরী করতে হবে। তিনি বলেন, একটা ভাল প্রতিষ্ঠান তৈরীর মাধ্যমে বোঝা যাবে তারা কতদূর প্রযুক্তি বিদ্যার দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট-এর কথা উল্লেখ করেন। রাজ্যপাল এন আই টির ছাত্রছাত্রীদের তৈরী বিডিং-এরও প্রশংসা করেন। তিনি তাদের আরো সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন এন আই টির অধিকর্তা ড: গোপাল মুগেরাইয়া। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড: প্রসন্ন চক্রবর্তী।

## সিপাহীজলা জেলার ৫২টি বিদ্যালয়ে গ্রীণ ফেন্সিং তৈরীর কর্মসূচী

বিশ্রামগঞ্জ, ১৮ এপ্রিল ॥ সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা আজ জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জিলা সভাপতি ফকরুদ্দিন আহমেদ, জিলা পরিষদের সদস্য জয়া রায়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জেসমিন সুলতান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক জানান, বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করার কর্মসূচিতে কাঁঠালিয়া ও মোহনভোগ রকের ৫০ জনকে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ব্যাঞ্চে যেতে অসমর্থ এমন ২৫৭ জনের বয়স্ক ভাতা তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। দশটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংস্কার করা হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এই মাসেই বিশালগড় রকের ঘনিয়ামারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, জেলার ৫২টি বিদ্যালয়ে বাউন্ডারীর জন্য গ্রীণ ফেন্সিং পদ্ধতিতে গাছের প্রাচীর তৈরীর কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, পূর্ব গকুলনগর হাই স্কুলের বি আর সি হল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অর্থানুকুল্যে এই হল নির্মাণে ব্যয় হবে ১৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে ১২৩টি বিদ্যালয়ে ২০৫১টি জয়েন্ট বেঞ্চ দেয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, সম্প্রতি সিপাহীজলা জেলায় ৯৯.১০ শতাংশ শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক খাওয়ানো হয়েছে। তিনি আরো জানান, চলতি মাস থেকে জেলার খেলাকুণ্ড, তকসাপাড়া ও নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পূর্ণ মাত্রায় চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়েছে। সভায় জিলা পরিষদের সভাপতি ফকরুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিভিন্ন কর্মসূচী সময় মতো শেষ করতে হবে। আরও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

## করবুকে রক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়ার আসর শুরু

করবুক, ১৮ এপ্রিল ॥ করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আজ করবুক রক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রকের ২২টি ভিলেজের মধ্যে ১১টি ভিলেজের খেলোয়াড়রা আজ কাবাডি, খো খো, অ্যাথলেটিক্স এবং ফুটবল ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। আগামী ২১ এপ্রিল বাকী ১১টি ভিলেজের খেলোয়াড়রা যতনবাড়ীতে দড়ি টানাটানি, পাতিল ভাঙ্গা ও মিউজিক্যাল বল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন।

পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে রক ভিত্তিক এই ক্রীড়া আসরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক প্রিয়মনি দেববর্মা। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, রাজ্যের সর্বত্র জাতি-উপজাতি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ, ছাত্রছাত্রী সকলের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এই ক্রীড়া আসরগুলি সফলতা অর্জন করছে। ফলে গ্রামীণ এলাকায় এর ব্যাপক সাড়া পড়েছে। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও সহায়ক। তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ এলাকায় ক্রীড়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ফলে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় আগামী দিনে উঠে আসার সুযোগ রয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন এ ডি সি-র করবুক সাব জোনালের চেয়ারম্যান ফুলচন্দ্র ত্রিপুরা। উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিম মানিক

দেওয়ান ভিলেজের চেয়ারম্যান মধুতী ত্রিপুরা, পতিছড়ি ভিলেজের চেয়ারম্যান বিশ্বমোহন ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক বি এ সির চেয়ারম্যান তরেন্দ্র রিয়াং।

## মোহনভোগ রকের আনন্দপুরে নতুন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু

সোনামুড়া, ১৮ এপ্রিল ॥ মোহনভোগ রকের আনন্দপুর এ ডি সি ভিলেজে গতকাল থেকে চালু হয়েছে নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে এই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অফিসবাড়ি সম্প্রতি নির্মাণ করা হয়েছে। গতকাল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন এই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের তথ্য ও সংস্কৃতি এবং যুব বিষয়ক দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহনভোগ পঞ্চায়ত সমিতির চেয়ারম্যান মীনা সরকার(দাস)। সভাপতিত্ব করেন আনন্দপুর ভিলেজের চেয়ারম্যান বিক্রম মানিক নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানে এ ডি সি পঞ্চর কার্যনির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রায় প্রতিটি জনপদেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যে উন্নত চিকিৎসার বিভিন্ন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মোহনভোগ পঞ্চায়ত সমিতির চেয়ারম্যান মীনা সরকার(দাস) এবং এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে রামচন্দ্র নোয়াতিয়া স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন।

## আমবাসা পুর এলাকা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯-২০ এপ্রিল

আমবাসা, ১৮ এপ্রিল ॥ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, আমবাসা পুর পরিষদ এবং স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৯-২০ এপ্রিল আমবাসা পুর এলাকা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ এপ্রিল বেলা ৩টায় আমবাসা চন্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভাইস চেয়ারপার্সন কানাই পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান উত্তম কুমার শর্মা, আমবাসা পুর পরিষদের কাউন্সিলর শেফালী সরকার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমবাসা মহকুমা শাসক মুক্তিপদ পাল, আমবাসা পুর পরিষদের সি ই ও অনুরাগ সেন, সমাজ সেবক প্রদীপ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করবেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উপ কমিটির চেয়ারপার্সন শিপ্রা ভট্টাচার্য।

## উনকোটি জেলা ভিত্তিক স্পোর্টস মিট অনুষ্ঠিত

কৈলাসহর, ১৮ এপ্রিল ॥ রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের আওতায় গতকাল রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে উনকোটি জেলা ভিত্তিক স্পোর্টস মিট অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩০ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। জেলা ভিত্তিক এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে উনকোটি জিলা পরিষদের সভাপতি কল্পনা দেবনাথ বলেন, খেলাধুলা শরীর গঠনের পাশাপাশি সৌভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটায়। সুস্থ মনের বিকাশে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা, জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা প্রিয়দর্শী চাকমা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ভারপ্রাপ্ত) শ্যামল দাস, রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তাপস দাসগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## খোয়াইয়ে রাজ্য ভিত্তিক আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতা শুরু

**খোয়াই, ১৮ এপ্রিল** ॥ ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের উদ্যোগে খোয়াই জেলা বিজ্ঞান ফোরাম ও পুর পরিষদের সহযোগিতায় খোয়াই টাউন হলে আজ থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য ভিত্তিক আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতা-২০১৭। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী বিজিতা নাথ এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮টি বিজ্ঞান নাট্য দল অংশ নিচ্ছে। দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত রাজ্য ভিত্তিক বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী বিজিতা নাথ বলেন, আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারী। সমাজকে সুষ্ঠু রাখার জন্য তাদেরকে ছোট বেলা থেকেই বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে হবে। সমাজকে অন্ধবিশ্বাস ও অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে। এই বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক বিশুজিৎ দত্ত বলেন, এই বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার এবং সদস্য সচিব ড. মিহিরলাল রায়, সম্মানিত অতিথি হিসেবে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ভবতোষ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুরা সেনগুপ্ত।

## সারুমে ৩০ এপ্রিল থেকে বৈশাখী মেলা

**সারুমে, ১৮ এপ্রিল** ॥ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সারুমে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ৩০ এপ্রিল থেকে সারুমে মেলার মাঠে ঐতিহ্যবাহী সারুমে বৈশাখী মেলা শুরু হবে। ১০ দিনের এই বৈশাখী মেলা সমাপ্ত হবে ৯ মে। আজ সারুমে ডাকবাংলোয় বিধায়ক রীতা কর মজুমদারের সভাপতিত্বে মেলা পরিচালন কমিটির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সারুমে নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার (বসাক), মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক মনোজ দেববর্মা সহ মহকুমা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রতিদিন মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। সভায় বিধায়ক রীতাকর মজুমদারকে সভাপতি এবং মহকুমা শাসক বিপ্লব দাসকে আহ্বায়ক করে বৈশাখী মেলা পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে ৫টি উপ-কমিটি। বিভিন্ন দপ্তর মেলায় প্রদর্শনী মন্ডব খুলবে।

## দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা : সিপাহীজলায় ৫৯৪০টি বৈদ্যুতিক সংযোগ

**বিশ্রামগঞ্জ, ১৮ এপ্রিল** ॥ দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনাতে সিপাহীজলা জেলাতে এখন পর্যন্ত ৫৯৪০টি বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মে মাসের মধ্যে আরো ১৫১২টি পরিবারকে এর আওতায় আনা হবে। গতকাল সিপাহীজলা জেলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিদ্যুৎ নিগমের প্রতিনিধি এই তথ্য জানান।

পরিষদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সভাপতি তপন বিকাশ পাল, জেলা পরিষদের সভাপতি ফকরউদ্দিন আহমেদ, কমিটির সদস্য, সদস্যগণ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে সুকান্ত তাঁত শিল্প পর্যন্ত নির্মীয়মান রাস্তার কাজটি শেষ হয়েছে। একই ভাবে চড়িলাম বাস স্ট্যান্ড থেকে আড়ালিয়া, চড়িলাম গরু বাজার থেকে কড়ইমুড়া সহ অন্যান্য রাস্তার সংস্কারের কাজ প্রায় শেষের পথে। সিপাহীজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাসের নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। জগাইবাড়ীর আর সি সি ব্রীজের কাজ আগামী জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এন বি সি সির প্রতিনিধি জানান, কাঁঠালিয়া ব্লকের বিভিন্ন স্থানে ১৯টি রাস্তার মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বক্সনগর, বিশালগড়, জম্পুইজলা ও নলছড় ব্লকের বিভিন্ন স্থানে রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। আর ডি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এম জি এন রেগার অর্থে ৮০ টি রাস্তার ব্রিক সলিং, ৫টি পাকা ড্রেন ও ২টি বক্স কালভার্ট করা হয়েছে।

## সারুমে মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

**সারুমে, ১৮ এপ্রিল** ॥ বাংলা নববর্ষ বরণ উপলক্ষ্যে সারুমে নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গত ১৬-১৭ এপ্রিল শাস্ত্রী কলোনীতে ২ দিনের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, গাজন, লোকসঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও দিডি টানাটানি, কাবাডি, ভলিবল, মিউজিক্যাল চেয়ার ইত্যাদি নানা খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিধায়ক রীতা কর(মজুমদার), সারুমে নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার (বসাক), সারুমের মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

## মোহনভোগ ব্লকে রেগায় ১ লক্ষ বাঁশের নার্সারী স্থাপন

**বিশ্রামগঞ্জ, ১৮ এপ্রিল** ॥ সিপাহীজলা জেলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা গতকাল পরিষদের সভা গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন নম্বর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতি কমল রানী শীল, কমিটির সদস্য/সদস্যগণ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, পি এম ই জি পি প্রকল্পে জেলার বেকার যুবক-যুবতীদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে গৃহিত ২০৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৩৭টি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৩৩ জনকে মোট ২ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। স্বাবলম্বনে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৪৫৫ জন। এখন পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরী পেয়েছেন ৩৬০ জন। এদের মধ্যে ১৩৮ জনকে এখন পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে মোট ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা খাদি এন্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ডের মাধ্যমে ২০৭ জনকে ঋণ দেবার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে ৩১ জনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়। বৈঠকে সেরিকালচার দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এম জি এন রেগার মাধ্যমে ১৩.৯২ হেক্টর এলাকায় নতুন রেশম বাগান এবং ১১১.৮৮ হেক্টর পুরনো বাগান সংস্কার করে দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ১১৭৪ জন তুঁত চাষী উপকৃত হয়েছেন। ত্রিপুরা ব্যাঙ্ক মিশনের প্রতিনিধি জানান, এম জি এন রেগার মাধ্যমে মোহনভোগ ব্লকে ১ লক্ষ বাঁশের নার্সারী গড়ে তোলা হয়েছে। এতে ৩৬ লক্ষ ১ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া, নলছড় ব্লকে ৩ হাজার বাঁশের নার্সারী গড়ে তোলা হয়েছে। এতে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয় হয়। বৈঠকে শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এ বছর মোট ৮৫৬০ জন নির্মাণ শ্রমিককে নথীভুক্ত করা হয়েছে। টি বি ও সি ডব্লিউ ডব্লিউ বোর্ডের মাধ্যমে শ্রম কল্যাণ প্রকল্পে নথীভুক্ত ২১০৬ জনকে মোট ৬৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৫১ টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।